ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ

তারিখ: ৬ জানুয়ারি ২০১৪

৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

প্রাথমিক বিবৃতি

ভূমিকা

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ২৯টি প্রতিষ্ঠিত সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয় ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)। এই গ্রুপটি এক গুচ্ছ আচরণবিধির (code of conduct) দ্বারা পরিচালিত হয়ে সারা দেশে ব্যাপক-ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইডব্লিউজি জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এডভোকেসি, নির্বাচনী ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নে মতামত প্রদান করে আসছে।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিবন্ধিত অনেক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ না থাকায় এবং সার্বিক নিরাপত্তাজনিত কারণে এ নির্বাচন ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন, ভোট প্রদানের হার ছিল কম এবং সহিংসতার ঘটনাও ছিল উল্লেখ করার মত।

পর্যবেক্ষণের পরিধি ও পদ্ধতি

নির্বাচনের দিন পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ইডব্লিউজি ৫৯টি জেলা থেকে (যেসব জেলায় নির্বাচন হচ্ছে) ৪৩টি জেলার ৭৫টি সংসদীয় এলাকা বাছাই করে। দেশের সাতটি বিভাগ থেকেই এসব জেলা বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত ঐসব সংসদীয় এলাকার ১,৯৫০টি ভোটকেন্দ্রে ৯,৭৫০ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী ইডব্লিউজি'র সদস্য এনজিও ৯,৭৫০টি অ্যাক্রিডিটেশন (accreditation) কার্ডের জন্য আবেদন করে এবং এসব আবেদনের বিপরীতে ইডব্লিউজিকে ৮,৬৯৯টি কার্ড প্রদান করা হয়। কার্ডধারী এসব পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ৮,৪৪৪ জনকে ৭৫টি আসনে ইডব্লিউজি ১,৬৮৯টি ভোটকেন্দ্রে মোতায়েন করতে সমর্থ হয়। অবশিষ্ট ২২৫ জন পর্যবেক্ষককে নিরাপত্তাজনিত কারণে এবং রিটার্নিং, সহকারী রিটার্নিং বা প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের অসহযোগীতার কারণে পর্যবেক্ষণ কাজে মোতায়েন করা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু কিছু সংখ্যক সংসদীয় এলাকায় ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যদের নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষকদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন সীমিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ইডব্লিউজি'র ২৬ টি সদস্য এনজিও ছাড়াও সদস্য-বহির্ভূত সাতটি এনজিও অংশগ্রহণ করে। সংখ্যালঘু/আদিবাসী অধ্যুসিত এলাকায় ইডব্লিউজি এনজিওকে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে সাতটি এনজিওকে সহযোগী হিসেবে নিয়োগ করা হয়। একজন মাত্র প্রার্থী থাকায় ১৫৩ টি সংসদীয় আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়ার কারণে এবং একই সঙ্গে সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইডব্লিউজি ব্যাপক-ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পরিবর্তে সীমিত পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সীমিত পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় ইডব্লিউজি'র কার্যক্রম ভোট প্রদানের হার (voter turnout) এবং ভোটকেন্দ্রের ভেতরের ও বাইরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সার্বিকভাবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ না করায় ইডব্লিউজি ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ার অনিয়ম বা জালিয়াতির ঘটনা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে পারছে না। তবে ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষকদের চোখে এধরণের বেশ কিছু ঘটনা পর্যবেক্ষিত হয়েছে।

পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনের দিন তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া সিটের মাধ্যমে তিনটি ধাপে ভোট প্রদানের হার লিপিবদ্ধ করে; এ সময়গুলো হচ্ছে সকাল ১০টা, বেলা ১২.৩০ টা এবং বিকেল ০৪.০০টা (ভোট গ্রহণ বন্ধ করার সময়কাল)। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পর্যবেক্ষণকৃত ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোট প্রদানের হার ৩০.১%; আলাদাভাবে নারী ভোটারদের ভোট প্রদানের হার ৩১.২% এবং পুরুষ ভোটারদের ভোট প্রদানের হার ২৮.৯%। পর্যবেক্ষণকৃত সংসদীয় এলাকার ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের সর্বনিম্ন হার ৬.৪% (ঢাকা-১৭) এবং সর্বোচ্চ হার ৭৪.০% (গোপালগঞ্জ-১)।

সময়	নারী ভোটারদের ভোট প্রদানের গড় হার (%)	পুরুষ ভোটারদের ভোট প্রদানের গড় হার (%)	ভোট প্রদানের সার্বিক গড় হার (%)
সকাল ১০:০০ টা	৬.৯	৪.৮	৫.৯
বেলা ১২:৩০ টা	১৯.৪	১৬.৩	১৭.৯
বিকেল ৪:০০ টা - ভোট গ্রহণ বন্ধ করার সময়ে	৩১.২	২৮.৯	৩০.১

পর্যবেক্ষণকৃত এলাকায় ইডব্লিউজি ভোট কেন্দ্রের বাইরে মোট ৭২টি নির্বাচনী সহিংসতার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে। এর মধ্যে রাজশাহী (২৩) এবং রংপুর (২১) বিভাগে সহিংসতার ঘটনা বেশী ঘটেছে। অন্যদিকে ভোট কেন্দ্রের ভেতরে ইডব্লিউজির পর্যবেক্ষকগণ ৪৭টি সহিংসতার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে। এসব ঘটনার বেশি সংখ্যক ঘটেছে রংপুর (২১) বিভাগে। পর্যবেক্ষিত এসব এলাকায় ২১টি ঘটনা ঘটেছে যেখানে ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় বাধা দেয়া হয়েছে। আবার ভোটারদেরকে জোড়পূর্বক ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ৫টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে অন্যান্য যেসব ঘটনা ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকদের চোখে পড়েছে সেগুলো হলো: ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও পুড়িয়ে ফেলা, ভোটকেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণ, সহিংসতার কারণে প্রিসাইডিং অফিসারের ভোটকেন্দ্র পরিত্যাগ করা, ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সময়ে সময়ে বন্ধ রাখা ইত্যাদি।

পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমে পর্যবেক্ষকদের সমস্যা

কিছু এলাকায় সহিংস ঘটনার শিকার হওয়া ছাড়াও ইডব্লিউজির পর্যবেক্ষকরা স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তা এবং এমপিদের অসহযোগিতা এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কার্ড সংগ্রহ করতে নানা ধরনের সমস্যার সম্মখীন হতে হয়েছে। বাছাইকৃত প্রতিটি সংদসীয় আসনের জন্য ইডব্লিউজি ১৩০টি করে কার্ডের আবেদন করে, কিন্তু ৩১টি সংসদীয় আসনে সহযোগি সংস্থা যে সংখ্যক পর্যবেক্ষক কার্ডের আবেদন করে তার চেয়ে কম সংখ্যক কার্ড প্রদান করা হয়। ২টি সংসদীয় আসনে ১৩০টি করে পর্যবেক্ষক কার্ড বরাদ্দ দেওয়া হলেও ইডব্লিউজির পর্যবেক্ষকদেরকে সুনির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়া এ দুই আসনে মাত্র ৭২ জন পর্যবেক্ষককে নির্বাচন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এছাড়া কিছু সংসদীয় আসনে ইডব্লিউজির প্রত্যেক পর্যবেক্ষকদের রির্টানিং অফিসারের কার্যালয়ে গিয়ে একজন একজন করে পর্যবেক্ষক কার্ড সংগ্রহের জন্য বলা হয়, যা ছিল দুরুহ।

উপসংহার

পাঁচ বছর পর অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদানের যে হার ইডব্লিউজি লিপিবদ্ধ করেছে তা ২০০১ এবং ২০০৮ সালের হারের চেয়ে অনেক কম। ২০০১ ও ২০০৮ সালে এই হার ছিল যথাক্রমে ৭৪.৩৭% এবং ৮৭.৯৩%। বাংলাদেশে উৎসবমূখর পরিবেশে যেভাবে নির্বাচন হয়, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইডব্লিউজি সেরকম কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখতে পায়নি।

অধিকতর তথ্যের জন্য যোগাযোগ:
মো. আব্দুল আলীম
পরিচালক
বাড়ী # ৫, সড়ক # ৮, বারিধারা, ঢাকা
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬৯৪১-৪৩
মোবাইল: ০১৭৩৩৫৬৮০৪৪
ই-মেইল: aalim@ewgbg.org